বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ০২, মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৬, ফেব্রুয়ারি ২০২০

এ সংখ্যায়

- ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের বর্ণিল উদ্বোধন
- বিশেষ খাম অবমুক্ত
- ক্যাম্প আয়োজনে সংবাদ সম্মেলন
- ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প এ বিপি'র জন্মদিন পালিত
- ভাষা আন্দোলন ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট
- ছড়া-কবিতা
- স্বাস্থ্য কথা
- খেলা-ধুলা
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

■ বর্ষ ৬৪ ■ সংখ্যা ০২
■ মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৬
■ ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মো. মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মো. আবদুল হক

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মো. মহসিন
মো. মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মো. জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
রাসেল আহমেদ

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মো. আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মো. রিদওয়ানুর রহমান

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৭৫৫০১৯ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
agrodoot@scouts.gov.bd

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে চিরভাস্বর একটি দিন। অকুতোভয় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের মতো ভাষাসৈনিকের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি। স্বাধীন বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ প্রতিবছর অমর একুশের শহীদ দিবসে মহান ভাষা আন্দোলনের সূর্যসন্তানদের শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করে। ১৯৫২-এর ভাষা শহীদদের পবিত্র রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গৌরবগাঁথা। '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলার ছাত্রসমাজ আত্মদান করে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। রক্তরাঙা অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আজ সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গৌরবময় আসনে আসীন। শুধু বাঙালি নয়, বিশ্বের প্রতিটি জাতির মাতৃভাষার মর্যাদা, স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মানুষের মতো বাঁচার দাবির সংগ্রামের দুর্জয় অনুপ্রেরণা সৃষ্টির চির অনির্বাণ শিখার দীপ্তিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছে 'একুশে ফেব্রুয়ারি'। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' এদেশের মানুষকে শিখিয়েছে আত্মত্যাগের মন্ত্র, বাঙালিকে করেছে মহীয়ান। জাতি হিসেবে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সমন্বয়ে অসম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করেছি। মহান ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এসেছে মহত্তর স্বাধীনতার চেতনা। মহান শহীদ দিবসের এই মাসে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মদানকারী ভাষা শহীদদের আমরা স্মরণ করছি বিনম্র শ্রদ্ধায়!

প্রিয় পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের উদ্যোগে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার সাবরাং নামক স্থানে ১৭-২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প। ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী সকল দেশী বিদেশী স্কাউট, স্কাউটার এবং অতিথিদের নিয়ে, অস্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন করে আমরা ক্যাম্প এলাকায় পালন করেছি এবারের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস। পাহাড়ের পাদদেশে আর সাগরের তীরে অনুষ্ঠিত এই ক্যাম্প বাংলাদেশ স্কাউটসের ক্যাম্পিং ইতিহাসকে নিঃসন্দেহে করেছে সমৃদ্ধ। এই ক্যাম্প এর আদ্যপান্ত নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের অগ্রদূত সাথে রয়েছে নিয়মিত সকল বিভাগ। শতভাগ নির্ভুল তথ্য পরিবেশনে আমরা সচেষ্ট থেকেছি। তারপরও কোন তথ্যগত কিংবা বানানগত ভুল পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে পাঠকদের বিনীত অনুরোধ জানাই।

সূচীপত্র

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের বর্ণিল উদ্বোধন	৩
বিশেষ খাম অবমুক্ত ॥ ক্যাম্প আয়োজনে সংবাদ সম্মেলন	৫
সাবরাংয়ের খুঁটিনাটি তথ্য	৬
প্রবাল দ্বীপকে প্লাস্টিক মুক্তকরণে স্কাউটদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান	৭
ভাষা আন্দোলন ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট	৮
দেশের মানচিত্রের শেষ বিন্দুতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস পালন	৯
সাবরাং চ্যালেঞ্জসমূহ	১০
২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প কার্যক্রম	১৭
২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প এ বিপি'র জন্মদিন পালিত	২৫
মহা তাবু জলসার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ২য় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প-২০২০	২৫
স্কাউটের চরে আজাদ স্যারের দু'ঘন্টা	২৬
ছড়া-কবিতা	২৯
স্বাস্থ্য কথা	৩০
তথ্যপ্রযুক্তি	৩১
খেলা-ধুলা	৩২
স্কাউট সংবাদ	৩৩

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: agrodoot@scouts.gov.bd
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের বর্ণিল উদ্বোধন

স্কাউটিং একটি জীবনমুখী শিক্ষা। 'উন্নয়নে এগিয়ে' এই থিমকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্কাউটস এর আয়োজনে ১৭-২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ চট্টগ্রামের টেকনাফ উপজেলার ৪নং সাবরাং ইউনিয়নের সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে সামুদ্রিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড (মুক্ত দল) স্কাউট ক্যাম্প।

উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি। উদ্বোধনী বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমনিভাবে স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলার, সোনার মানুষ গড়ে তোলার; স্কাউটিং তেমনিভাবে সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। ২০৪১ রূপকল্প বাস্তবায়নে স্কাউটিং অনন্য ভূমিকা পালন করছে। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে আমরা সকলকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই দেশের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা নিয়ে। স্কাউটিং নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা দেয় তেমনি শিক্ষা দেয় সমাজহিতৈষী হতে। উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সফল অংশীদার হবে বাংলাদেশ। স্কাউটরা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে এবং দেশের কল্যাণে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন ডা. দীপু মনি।

সভাপতির ভাষণে ক্যাম্প চিফ, বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মো. মোজাম্মেল হক খান ১ম জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি স্কাউটদের উদ্দেশ্যে বলেন, সোনার বাংলার স্বপ্ন অপূর্ণ থাকবে

না, ছাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। জীবন থেকে, পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে জ্ঞান অর্জন করার দিক নির্দেশনা দেন। তিনি আরও বলেন, নেতৃত্ব দিতে হলে শাণিত করতে হবে। নিজেদের, সুশিক্ষিত,

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের বর্ণিল উদ্বোধন

স্বশিক্ষিত হয়ে দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করতে হবে। যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা যেনো ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয় সেদিকে সবার নজর দিতে হবে। সর্বোপরি একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ ক্যাম্পের আশাবাদ ব্যক্ত করেন বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রধান জাতীয় কমিশনার।

এর আগে স্বাগত বক্তব্যে ক্যাম্প সাংগঠনিক কমিটির সহ-সভাপতি ও প্রধান সমন্বয়কারী এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) কাজী নাজমুল হক বলেন, 'এই ক্যাম্পে সারাদেশ থেকে ২২০টি মুক্ত দলের সদস্য, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস'র ২৫ জন, নেপাল স্কাউটস'র ২৬ জন এবং যুক্তরাজ্য থেকে ১ জনসহ মোট ৫২ জন বিদেশী অংশগ্রহণকারী, ৩৬৮ জন কর্মকর্তা, ২৮১ জন স্বেচ্ছাসেবক রোভার স্কাউট এবং সহায়তাকারীসহ মোট ২,৮০০ জন অংশগ্রহণ করছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংগঠনিক কমিটি ও বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্য, জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ-কমিশনার, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভবৃন্দকে তিনি ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প বাস্তবায়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষ করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), কক্সবাজার জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার পুলিশ প্রশাসন, টেকনাফ উপজেলা প্রশাসন, কক্সবাজার জেলা স্কাউটস, জেলা রোভার, স্থানীয় গণ্যমান্য বক্তিবর্গ, সাবরাং এলাকাবাসীসহ সকলকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তার পাশাপাশি তিনি ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, নেপাল স্কাউটস এবং যুক্তরাজ্য স্কাউট এসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানান।

■ প্রতিবেদন: মো. মশিউর রহমান
উপপরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস
ও
জন্মজয় কুমার দাশ
সহ সম্পাদক, অগ্রদূত

বিশেষ খাম অবমুক্ত

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড ক্যাম্প উপলক্ষে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ স্কাউটার তাপস কান্তি গোলদারের নকশাকৃত একটি বিশেষ খাম এবং একটি বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করেছে। এই বিশেষ খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি।

ক্যাম্প আয়োজনে সংবাদ সম্মেলন

কিশোর তরুণদের মধ্যে থাকে অনন্য এক সম্ভাবনা। যে জাতি এই সম্ভাবনাকে যত কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারে সেই জাতি তত বেশি এগিয়ে যায়। বাংলাদেশে তরুণদের তারুণ্যশক্তিকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা চলছে স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে।

অন্যান্য দেশে স্কাউটিং হয় মুক্তভাবে, যার কারণে ক্যাম্পের ধরণ হয় কমিউনিটি বেইজ। আমাদের দেশে প্রধানত স্কাউটিং হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক স্কাউটিং স্বল্প পরিসরে চালু রয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটসের আয়োজনে ১৭ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক এরিনায় দ্বিতীয়বারের মত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প।

১৭ জুলাই সকাল ১১টায় কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ২য় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের প্রচার, প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন সাব কমিটির আহ্বায়ক ও জাতীয় উপ কমিশনার প্রশিক্ষণ মো. আরিফুজ্জামান সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ স্কাউটস কক্সবাজার জেলার সভাপতি মো. কামাল হোসেন এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস।

সংবাদ সম্মেলনে ক্যাম্প সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য উপস্থাপন ও সাংবাদিকদের সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। গণমাধ্যম কর্মীদের সংবাদ সম্মেলনে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সংবাদ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

■ প্রতিবেদন: ইমরান উজ-জামান
সদস্য, জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস

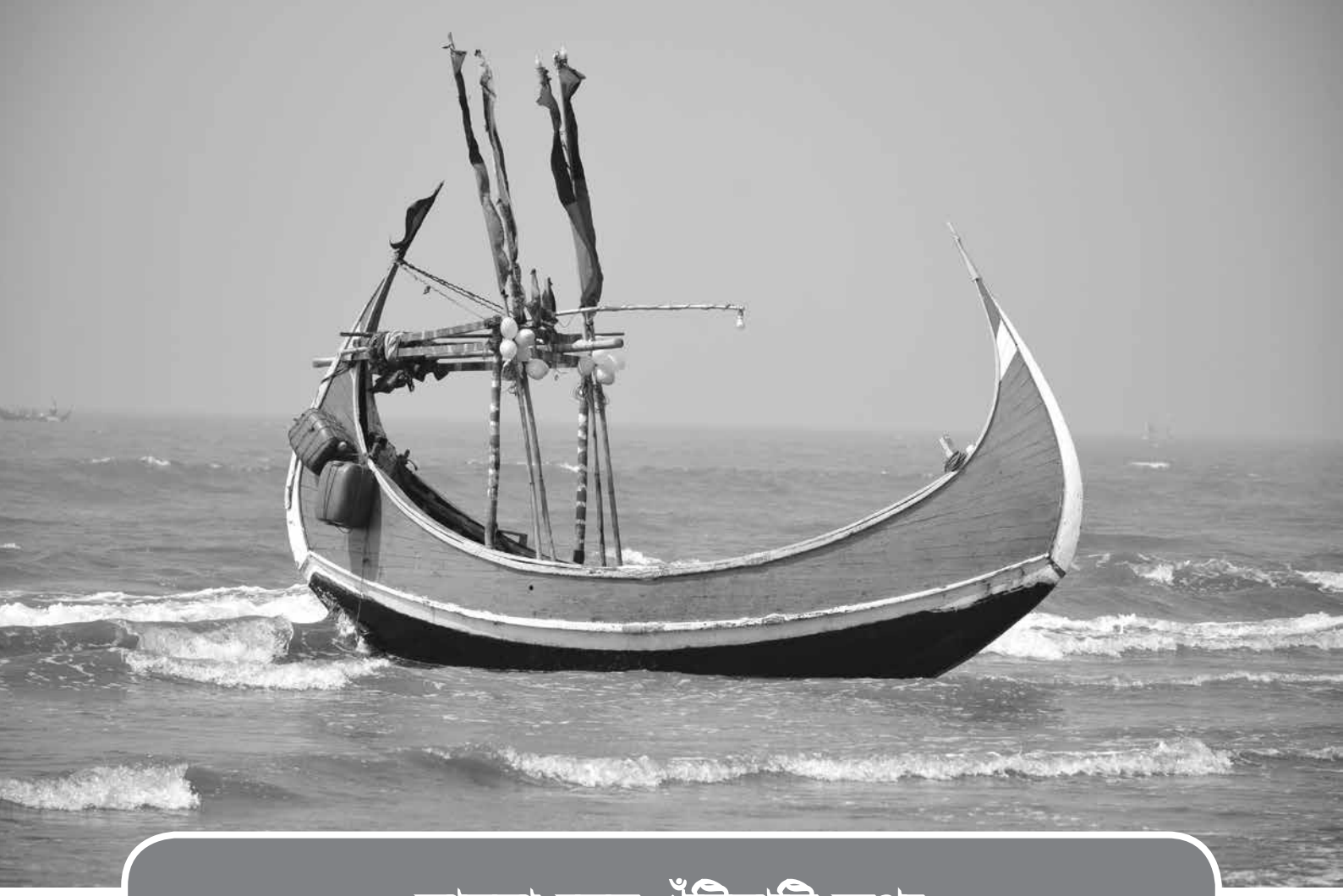

সাবরাংয়ের খুঁটিনাটি তথ্য

সাবরাং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার একটি ইউনিয়ন। এর মোট আয়তন ২৪.৩৫ বর্গ মাইল।

টেকনাফ উপজেলার মূল ভূখন্ডের সর্ব-দক্ষিণে সাবরাং ইউনিয়নের অবস্থান। উপজেলা সদর থেকে এ ইউনিয়নের দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। ইউনিয়নের উত্তরে টেকনাফ সদর ইউনিয়ন, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও বঙ্গোপসাগরের মাঝে সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন এবং পূর্বে নাফ নদী ও মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশ অবস্থিত। ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুসারে এই ইউনিয়নে মোট ৪৫৫১২ জন লোকের বসবাস।

সাবরাং ইউনিয়ন টেকনাফ উপজেলার আওতাধীন ৪নং ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়নের প্রশাসনিক কার্যক্রম টেকনাফ মডেল থানার আওতাধীন। ইউনিয়নটি জাতীয় সংসদের ২৯৭নং নির্বাচনী এলাকা কক্সবাজার-৪ এর অংশ। মোট ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত এই ইউনিয়নে গ্রাম রয়েছে ৪৭টি। গ্রামগুলো হলো - মুন্ডার ডেইল, ফতেহ আলীপাড়া, কুরা বুইজ্যা পাড়া, চান্দলীপাড়া, বেইঙ্গাপাড়া, উত্তর নয়াপাড়া, বাহারছড়া, হাদুরছড়া, খুরের মুখ, আলীর ডেইল, গুচ্ছগ্রাম, কোয়াংছডড়ি পাড়া, আশ্রয়ণ, করাচি পাড়া, রুহুল্যার ডেপা, কাটাবনিয়া, কচুবনিয়া, হারিয়াখালী, মন্ডলপাড়া, পানছড়িপাড়া, সিকদারপাড়া, খয়রাতিপাড়া, বাজারপাড়া, মগপাড়া, লেজিরপাড়া, পেন্ডলপাড়া, আছারবনিয়া, ডেগিল্যারবিল, ডেইলপাড়া, ঝিনাপাড়া, পুরানপাড়া, নোয়াপাড়া, ঘোলাপাড়া, লাফারঘোনা, শাহপরীরদ্বীপ পশ্চিমপাড়া, দক্ষিণপাড়া, ঘোলারপাড়া, মাঝেরপাড়া, হাজীপাড়া, শাহপরীরদ্বীপ উত্তরপাড়া, ডাঙ্গারপাড়া, ডেইলপাড়া, কোনারপাড়া, শাহপরীরদ্বীপ জালিয়াপাড়া, ক্যাম্পপাড়া, বাজারপাড়া, মিস্ত্রিপাড়া।

সাবরাং ইউনিয়নের স্বাক্ষরতার হার ১৯.৫৪%। এ ইউনিয়নে ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই জনপদে শতকরা ৯২ ভাগ মৎস্যজীবী। সাবরাং ইউনিয়নে যোগাযোগের প্রধান সড়ক হল টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপ সড়ক। প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম অটোরিক্সা। সাবরাং ইউনিয়নের প্রধান ৩টি হাট-বাজার হল সিকদার পাড়া বাজার, নোয়া পাড়া বাজার এবং শাহপরীর দ্বীপ বাজার।

দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রয়েছে সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, খুরের মুখ সৈকত, নাফ নদীর তীরস্থ নোয়াপাড়া বিজিবি ক্যাম্প সংলগ্ন পরিবেশ টাওয়ার, শাহপরীর দ্বীপ, জেটিঘাট, মাথিনের কুপ, নাফ নদীর মোহনা সর্বোপরি বঙ্গোপসাগর।

■ তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট, বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি ও গ্রন্থমালা: কক্সবাজার

প্রবাল দ্বীপকে প্লাস্টিক মুক্তকরণে স্কাউটদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা থেকে ৯কি.মি. দক্ষিণে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। স্থানীয় জনসাধারণ এটিকে নারিকেল জিনজিরা নামে চেনে।

দ্বীপটিতে প্রায় ৮ হাজার মানুষের স্থায়ী বসতি রয়েছে। অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই প্রবাল দ্বীপটি পর্যটকদের কাছে সবসময় বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে থাকে। পর্যটন মৌসুমে এই দ্বীপটিতে প্রতিদিন গড়ে ১৫শত থেকে ২হাজার পর্যটক ভ্রমণ করেন। প্রচুর পর্যটকের ভ্রমণের ফলে অসচেতনতায় প্রবাল দ্বীপটি প্লাস্টিকসহ অন্যান্য আবর্জনায় ভরে ওঠে। যার ফলে সমুদ্রের পরিবেশে দূষণ ঝুঁকি বাড়ে। আর তাই সেন্টমার্টিনের স্থানীয় মানুষ ও পর্যটকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২য় কমিউনটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা মিশন-৬ এ অংশগ্রহণ করে দ্বীপ এলাকার অপচনশীল আবর্জনা পরিস্কার করে। পরিষ্কার পরিছন্নতার পূর্ব মুহূর্তে স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের সবাইকে হ্যান্ড গ্লাভস এবং প্লাস্টিক আবর্জনা জমা করার জন্য পাটের ব্যাগ দেওয়া হয়। স্কাউটরা দলবদ্ধ হয়ে ব্যাগ হাতে কুড়িয়েছে অসচেতন পর্যটকদের ফেলে যাওয়া খাবারের প্যাকেট, স্ট্র, সিগারেটের প্যাকেট, ফিল্টার, পলিথিন ব্যাগ, স্যান্ডেল, চকলেটের প্যাকেট, জালের টুকরা, চিপসের প্যাকেট, প্লাস্টিক জাতীয় ফোম, টায়ার ও বোতল।

প্লাষ্টিক আবর্জনা পরিস্কার অভিযানের ফলে দূষণ কিছুটা হলেও কমেছে। সমুদ্রের নীল জলরাশি, এক পাশে সারি সারি গাছ আর মাথার ওপর নীল আকাশ। সব মিলিয়ে দারুণ এক অনুভূতি। সমুদ্রের দিকে যতদূর চোখ যায় দু-একটা মাছ ধরার অথবা পর্যটকবাহী ট্রলার চোখে পড়ে। সূর্যের আলোয় সমুদ্রপাড়ের বালু চিকচিক করে। এমনই দিনে প্রথম পর্যায়ে সেন্টমার্টিনে প্রায় ১৪শতাধিক স্কাউট সমুদ্রসৈকত পরিস্কার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। সংগ্রহ করা অপচনশীল প্লাস্টিক আবর্জনা একসঙ্গে স্তুপ করে ধ্বংস করা হয়। প্লাস্টিক যা অপচনশীল দ্রব্য, সমুদ্রের পরিবেশের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে, যা একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এই অপচনশীল প্লাস্টিক সমুদ্রের পরিবেশ নষ্ট করে, যার ফলে প্রবাল ধ্বংস হচ্ছে। প্রবালকে বলা হয় সমুদ্রের ফুসফুস। এই প্রবাল সমুদ্রের ভারসাম্য ও দ্বীপের পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে। সেন্টমার্টিন দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় নেয়া হয় কিছু বিশেষ কার্যক্রম। যার আওতায় স্কাউটরা পরিবেশ ও দ্বীপ রক্ষায় করণীয় বিষয়ক দিকনির্দেশনা সংবলিত লিফলেট ও স্টিকার বিভিন্ন বিদ্যালয়, মাদ্রাসায়, কটেজে, স্থানীয় জনগণ ও পর্যটকদের মাঝে বিতরণ করে।

এই দ্বীপটির প্রধান গাছ নারিকেল, কেয়া, কেওড়া, সুপারি এবং বাঁশ। দেশের একমাত্র এই প্রবাল দ্বীপটির উত্থানের শুরু হয়েছিল আনুমানিক ৪,০০০ বছর আগে। প্রবাল দ্বীপটি পরিবেশ রক্ষায় আমাদের সকলের সচেতন হওয়া উচিত।

■ প্রতিবেদন: অগ্রদূত ডেস্ক

ভাষা আন্দোলন ও আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট

প্রভাতফেরিতে খালি পায়ে হাজারো মানুষের কণ্ঠে অমর একুশের কালজয়ী গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। হাতে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে ফুল। শ্রদ্ধার ফুলে ফুলে ভরে উঠে শহীদ মিনার।

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটি বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি বিজড়িত একটি দিন। ১৯৫২ সালের এ দিনে (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৯) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহীদ হন। তাই এ দিন শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সেদিন সকাল ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাংশে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রদের সভা হয়। সভা শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকসহ উপাচার্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করেন। তবে ছাত্র নেতৃবৃন্দ নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়। ছাত্ররা পাঁচ-সাতজন করে ছোট ছোট দলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসলে পুলিশ তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করে। ছাত্রীরাও এ আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। ছাত্রদের সামলাতে ব্যর্থ হয়ে গণপরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসররত মিছিলের উপর গুলি চালায় পুলিশ। গুলিতে রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জববার, আবুল বরকত (রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ শ্রেণির ছাত্র) নিহত হয়। বহু আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে সেক্রেটারিয়েটের পিয়ন আবদুস সালাম মারা যান। অহিউল্লাহ্ নামে আট/নয় বছরের এক কিশোরও সেদিন নিহত হয়।

প্যারিস অধিবেশন অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, মাতৃভাষাসমূহের উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কার্যকর পন্থাসমূহের অন্যতম হলো বিশ্বব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠা করা এবং এদিনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন ও ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে ভাষা বিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন করা। এ উপলক্ষে প্যারিস সম্মেলন ২১ ফেব্রুয়ারিকে উপযুক্ত দিন হিসেবে নির্ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল মাতৃভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নজিরবিহীন আত্মত্যাগের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

■ লেখক: **কে এম ইউছুফ আলী লিপন**
সদস্য, জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস

দেশের মানচিত্রের শেষ বিন্দুতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস পালন

সাগর কুলের মানুষের বড় আদরের, সোহাগের ধন সাগর। সাগর তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। তাদের ঘুম ভাঙ্গে দড়িয়ার গর্জনে, দড়িয়ার ফেনিল সাদা পানিতে জীবনকে সপে দেয়ার মধ্য দিয়ে সাম্পানে পাল তুলে পাড়ি জমায় অকুল দড়িয়ায়। তারা যেন বলতে চান আমরা হারতে শিখিনি।

একুশ মানে মাথা নত না করা। এই কথাটির মর্মার্থ সাবরাংয়ের খেটে খাওয়া মানুষ হয়তো জানেন না। কিন্তু তারা জানেন কোনোভাবেই জীবনের কাছে মাথানত করা যাবে না। জীবন যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে, এর কোন বিকল্প জানেন না তারা। তারা আরও জানলেন, ঠিক একই বিশ্বাসে আজ থেকে প্রায় ৬ যুগ আগে তাদের পূর্বপুরুষরা মাথানত না করার আদর্শে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং জানলেন ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আম্রতলায় বাংলা ভাষার দাবী আদায়ের সংগ্রামে শাসকের গুলিতে নিঃষেশে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাদেরই ভাইয়েরা। তারা দেখলেন শহীদদের কিভাবে স্মরণ করতে হয়।

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের মাঠে তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে অস্থায়ী শহীদ মিনার। দিনের প্রথম প্রহরেই বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানচিত্রের শেষ বিন্দু সাবরাংয়ের অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদীতে ফুল দিয়ে ১৯৫২ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ সভাপতি হাবিবুল আলম বীর প্রতীক, জাতীয় কমিশনারবৃন্দ, জাতীয় উপকমিশনারবৃন্দ, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভস, ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী স্কাউটার, স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ।

■ লেখক: ইমরান উজ-জামান
সদস্য, জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস

আনন্দময় ট্রেনযাত্রায় ক্যাম্পে আগমন

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের উপজেলা টেকনাফের ৪ নম্বর সাবরাং ইউনিয়নের সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মুক্ত স্কাউট দলের মহামিলন মেলা, ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প-২০২০। সারা বাংলাদেশ থেকে ১০৬টি মুক্ত স্কাউট দল ও ১১৪টি মুক্ত রোভার স্কাউট দল, ৩৩৭জন কর্মকর্তা এবং ২৭১জন রোভার স্বেচ্ছাসেবক, ভারত থেকে ২৩ জন, নেপাল থেকে ২৬ জন এবং যুক্তরাজ্য থেকে ১জনসহ মোট এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করছে প্রায় ২৮০০ জন। ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী দলগুলো ক্যাম্প এলাকায় আসার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ স্কাউটস, কমলাপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করে। যার মাধ্যমে ইউনিটগুলো নিরাপদ, আনন্দময় ও স্মরণীয় যাত্রা সম্পন্ন করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এবং চটগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ৫০টি বাসযোগে চট্টগ্রাম থেকে সাবরাংয়ে পৌঁছে। এবারের ক্যাম্প যাত্রাটি অনেক দীর্ঘ পথ হওয়া সত্তেও বাংলাদেশ স্কাউটসের ট্রেন ব্যবস্থাপনা ও স্কাউটদের মধ্যে খাবার ও নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় যাত্রাটি স্বাচ্ছন্দময় হয়।

ডন ফর দ্যা বিচ

ডন ফরম দ্যা বিচ: সমুদ্রের বিশালতা আর নির্মল বাতাসে, মনের প্রশান্তি নিয়ে দিনের শুরু শীতের কুয়াশা মোড়া ভোর এবং সাথে আছে অকূলপাথারের ঢেউয়ের গর্জন। কুয়াশা ঘেরা উত্তাল সমুদ্রের গর্জনের সম্মিলিত এক অপার সৌন্দর্যমন্ডিত ভোরে আলো ফোটার আগেই স্কাউট ও রোভারদের কলরবে সাবরাংয়ের বিরাণভূমিতে জেগে উঠে প্রাণের স্পন্দন। কেউ কেডসের ফিতা বাঁধছে, কেউবা শারীরিক কসরতের উপযোগী পোশাক পরছে। দৌড়ে ছুটে চলছে, প্রভাতের হিমশীতল হাওয়ার মাঝেও সমবেত হওয়ার জন্যে। উদ্দেশ্য, মিশন-১ এর ডন ফরম দ্যা বিচ। প্রতিজন স্কাউট ও রোভার অ্যারোবিক্স সমুদ্র তীরে ইয়োগা ও জগিং এ অংশগ্রহণ করে সমুদ্রের ভোর বেলার সৌন্দর্য্য উপভোগ করার মাধ্যমে শুরু করে তাদের দিন।

বিচ ফান

বিচ ফানে অংশগ্রহণ করে স্কাউটরা আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠে, অধিকাংশ স্কাউটের জন্যই এটি ছিলো সমুদ্রের কাছে প্রথম যাওয়া, প্রাণভরে সমুদ্রের বিশালতায় জীবনকে উপভোগ করা, যা শিক্ষণীয় বটে। শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার অন্যতম মাধ্যম খেলাধুলা এটি। শারীরিক মানসিক উন্নতি এবং মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই। এই মিশনে স্কাউটরা ইউনিট ভিত্তিক খেলাধূলার মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা গড়ে তোলে।

বেটার ওয়ার্ল্ড

বিশ্ব স্কাউট সংস্থার বেটার ওয়ার্ল্ড ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় বাংলাদেশ স্কাউটস এ ম্যাসেঞ্জার অব পিস, স্কাউট অব দ্যা ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ও ওয়ার্ল্ড স্কাউট এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজ স্কাউট ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের এই তিনটি কার্যক্রমের বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করাই এই মিশনের মূল উদ্দেশ্য। বেটার ওয়ার্ল্ড এর ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় কোন বিষয়ে, কিভাবে প্রকল্প তৈরি করা যায় এবং তা কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হয় সে বিষয়ে স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ হাতে কলমে ধারণা অর্জন করে এছাড়াও অ্যাডভেঞ্চারে অংশগ্রহণকারীগণ পিস কার্ড লেখা, রিবন বিনিময় ও এমওপি বিট ডান্সে অংশগ্রহণ করে।

পাহাড়ী পথে অদম্য যাত্রা

অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা স্কাউটিংয়ের একটি অন্যতম রোমাঞ্চকর কার্যক্রম। উপস্থিত বুদ্ধি, কৌশল ও সাহসের সাথে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়।ক্যাম্প থেকে সকল স্কাউটদেরকে সমুদ্রের তীর ঘেঁষা মিঠাপানিরছড়া নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখান থেকে তারা তাদের হাইকিং এর যাত্রা শুর করে দূর্গম পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ ঘেরাপথ দিয়ে, ফিল্ডবুক ও ট্রাকিং সাইনের সাহায্যে হাবিবুল্লার ছড়া পুকুর পাড় নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা শেষ করে। সকল স্কাউটরা সমুদ্রের তীর ঘেঁষে এবং উঁচুউঁচু খাড়া পাহাড় বেয়ে তাদের সম্পন্ন করা রোমাঞ্চকর হাইকিং মিশন উপভোগ করে।

ক্যাম্প ক্রাফট

ক্যাম্পিং এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাঁবুতে রাত্রিযাপন। এবারের ক্যাম্পের একটি অন্যতম মাত্রা হলো সমুদ্রের পাশে অবস্থান। স্কাউটরা এই সামুদ্রিক পরিবেশে ক্যাম্পিং এর সম্পূর্ণ সময় তাঁবুতে অবস্থান করে। স্কাউটরা আনন্দ করার পাশাপাশি তাদের এই অস্থায়ী আবাসস্থলটি নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজিয়ে রাখে। তারা তাবু এলাকার পরিষ্কার পরিছন্নতা নিশ্চিত করে এবং ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে রাখে। ঘুম থেকে উঠে বিছানা গুছিয়ে রাখে।

ইয়ূথ ভয়েস

আজকের রোভার আগামীদিনের দেশ গড়ার কারিগর। এখন থেকেই তাদের সেই আদলে গড়া পরিকল্পে জাতীয় সংসদের অধিবেশনের আদলে অনুষ্ঠিত হয়। এর জন্য ছায়া প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, চিফ হুইপ, হুইপ ইত্যাদি অংশগ্রহণকারী রোভারদের মধ্য থেকে নির্ধারণ করা হয়। উক্ত সংসদে একটি বিল উত্থাপন করে। বিলের উপর সরকারি দল এবং বিরোধী দল অংশগ্রহণ করে আলোচনান্তে বিলটি পাশ করে। বিলটি হলো: শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরে গাইড বই নিষিদ্ধ করা হোক। মিশন - ৪: ইয়ূথ ভয়েসের চূড়ান্ত পর্যায়ে সেরা বক্তা নির্বাচিত হয়েছে নবাব ফয়জুন্নেছা মুক্ত স্কাউট গ্রুপের জায়মা জেরিন প্রভা।

অভ্যর্থনা

বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ এর উপস্থিতি ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে অভ্যর্থনা সচিবালয়ে ভিলেজ চিফ, সাবক্যাম্প চিফ, বিভিন্ন বিভাগের আহবায়ক ও সমন্বয়কারীগণের উপস্থিতিতে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ সভাপতি, জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার, নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত থেকে বিভিন্ন নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

ক্যাম্প সচিবালয়

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড ক্যাম্প সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন বিভাগ। এর মধ্যে অন্যতম একটি বিভাগ হল ক্যাম্প সচিবালয়। ক্যাম্পের সকল কাজে সহায়তা করে থাকে এই বিভাগটি। কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজ করে ক্যাম্প সচিবালয়।

প্রোগ্রাম সচিবালয়

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড ক্যাম্পের প্রোগ্রাম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ক্যাম্প প্রোগ্রাম সচিবালয়। ক্যাম্পের সকল মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এই বিভাগটি।

ক্যাম্প মিডিয়া টিম

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড ক্যাম্পের কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে তরুণ রোভার স্কাউট ও ইউনিট লিডারদের সমন্বয়ে গঠিত প্রশিক্ষিত মিডিয়া টিম।

মিডিয়া টিম প্রেস কনফারেন্স, স্থিরচিত্র ধারণ ও ক্যাম্পর সংবাদ সংগ্রহ, ভিডিও ধারণ ও এডিট, লাইভ ভিডিও প্রচার, প্রতিদিন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ছবি ও সংবাদ সংগ্রহ, ভিডিও, ক্লিপসহ সংবাদ প্রেরণ, ক্যাম্প স্যুভেনির, ৫টি ক্যাম্প বার্তা প্রকাশ, প্রতিদিনের ছাপানো ও অনলাইন পত্রিকা থেকে বেছে ক্যাম্পর সংবাদ সংরক্ষণসহ নানাবিধ প্রচার কাজে নিয়োজিত আছে।

সারা ক্যাম্প যখন ঘুমাচ্ছে তখন মিডিয়া টিমের সদস্যদের ১০টি ল্যাপটপ, ১০টি ডিএসএলআর ক্যামেরা, ১টি ভিডিও ইউনিট ও এডিটিং প্যানেলে হাই স্পীড ইন্টারনেট কাজ করে যাচ্ছে। এই মিডিয়া টিমের প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. আরিফুজ্জামান। এরই মধ্যে এই মিডিয়া টিম আমাদের আশপাশের সকল দেশের ও এপিআরের মিডিয়া প্রচারের চাইতে অনেক এগিয়ে আছে। তার পরও এই টিম নিজেদের মাইলফলক নিজেরাই ভাঙ্গতে চাইছে। আপনাদের দোয়া ও সহযোগিতা কাম্য।

ক্যাম্প নিরাপত্তায় সিসিটিভি

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প ২০২০ হচ্ছে প্রযুক্তিনির্ভর ক্যাম্প, কারণ এই ক্যাম্পে রয়েছে সার্বক্ষণিক সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায়। ক্যাম্পের প্রত্যেকটি কার্যক্রম চলছে নিবির পর্যবেক্ষণ এবং সকল গতিবিধি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে এবং এর সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে রয়েছে আইসিটি বিভাগ।

বীচ ফেস্টিভাল

মূল এরিনায় ১৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বিচ ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ১০ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মো. মাঈন উল্লাহ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এর ট্রেনিং কমিশনার শ্যামল কুমার বিশ্বাস বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্প টেল

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড ক্যাম্পে আগত অতিথিদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল অস্থায়ী আবাসন, ক্যাম্প টেলের। অভিভাবক, ক্যাম্প দর্শনার্থী, ওল্ড স্কাউট জনপ্রতি দৈনন্দিন নির্ধারিত ফি প্রদান করে ক্যাম্প টেল-এ অবস্থান করতে পেরেছেন। ইউনিট লিডারগণের পরিবারের সদস্য ক্যাম্প টেল- এ থাকতে ক্যাম্প টেল এ অবস্থানকারীগণের জন্য ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ খাবারের ব্যবস্থা করেছেন।

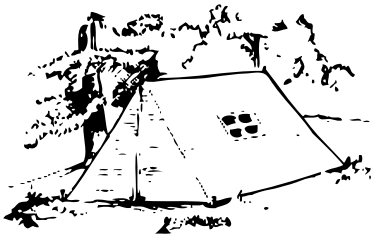

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড ক্যাম্পের প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে স্থাপন করা হয়েছে ২০ সজ্জা বিশিষ্ট ক্যাম্প হাসপাতাল প্রতি শিফ্‌ট তিন জন ডাক্তার, পাঁচজন কর্মকর্তা ও সাতজন স্বেচ্ছাসেবক রোভার সার্বক্ষণিক সেবা দান করছেন।

পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে রোভার স্কাউটদের অ্যাডভেঞ্চার

ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আনন্দদায়ক ও চ্যালেঞ্জিং মিশন অ্যাডভেঞ্চার। ক্যাম্প থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে বাসযোগে রোভার স্কাউটদের মিশন শুরুর স্থান নোয়াখালী পাড়া ইলিয়াস কোবরা বাজার সংলগ্ন পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নয়নাভিরাম পাহাড় ট্রাকিং করে চূড়ায় পৌঁছায় রোভাররা। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানোর পর রিপলিং এর মাধ্যমে পাহাড় থেকে নেমে শুটিং, আর্চারি, ভ্যালি ক্রসিং, রোপ মাংকি ব্রিজ ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশ নেয় রোভার স্কাউটরা। পাহাড়ে উঠা এবং নামার সময় চ্যালেঞ্জে অংশ নিতে সংশ্লিষ্ট অ্যাডভেঞ্চার পরিচালকের দেয়া নিরাপত্তা উপকরণ পরিধাণ করে রোভার স্কাউটরা। অ্যাডভেঞ্চারে অংশ নিতে ট্রাকসুট, অ্যাডভেঞ্চার উপযোগি কেডস, ক্যাম্প স্কার্ফ, স্কাউট লাঠি এবং প্রাথমিক প্রতিবিধানের জিনিসপত্র, বাঁশ সাথে নেয় রোভার স্কাউটরা। অ্যাডভেঞ্চার শেষে আবার বাসযোগে ক্যাম্পস্থলে ফিরিয়ে আনা হয়।

ইউ-রিপোর্ট

U-Report Bangladesh এর মাধ্যমে স্কাউটরা তাদের মতামত নিজেদের পৌছে দিতে পারবে দেশের নীতি নির্ধারকদের কাছে। এই উদ্দেশ্যে ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পে U-Report Bangladesh এর রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে। ক্যাম্প শেষ হওয়ার পরেও ফেসবুক মেসেঞ্জার, ভাইবার, হোয়াট্স-অ্যাপ-এর মাধ্যমে যুক্ত হতে পারবে।

অভিব্যক্তি

নেপাল থেকে এসেছে হারিসা ও অনুষ্কা; এ ক্যাম্প আয়োজন ভালো লেগেছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি পছন্দ। তারা অবাক হয়েছে -'অনেকেই তাদের সাথে করমর্দন করছে তবে কিছুই বলছে না'।
– ইংরেজি থেকে অনূদিত

ইশ! তাঁবুগুলো কি সুন্দর....
স্কাউট আমান রাজেশ বাঁঈ, ভারত কন্টিনজেন্ট
– হিন্দি থেকে অনূদিত

সাবরাং-এর আলোকচিত্র

সাবরাং-এর আলোকচিত্র

সাবরাং-এর আলোকচিত্র

সাবরাং-এর আলোকচিত্র

সাবরাং-এর আলোকচিত্র

সাবরাং-এর আলোকচিত্র

সাবরাং-এর আলোকচিত্র

সাবরাং-এর আলোকচিত্র

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি তুলেছেন স্কাউটার মো. মশিউর রহমান, স্কাউটার রাসেল আহমেদ, স্কাউটার জন্মজয় কুমার দাশ, স্কাউটার নূর উদ্দীন, রোভার মনির জমাদ্দার, রোভার মোস্তাক আহমেদ, রোভার আহসান হাবীব, রোভার রবিন মিয়া।

২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প এ বিপি'র জন্মদিন পালিত

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত ২য় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের মাঠে স্কাউট আন্দোলনের জনক রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল'র (বিপি'র) ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী ও বিশ্ব স্কাউট দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ক্যাম্প ময়দানে অংশগ্রহণকারী সকলকে সাথে নিয়ে কেক কেটে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিপি'র জন্মদিন পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মাহফুজুর রহমান, জাতীয় কমিশনার (আইসিটি) বাংলাদেশ স্কাউটস। উল্লেখ্য, রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল ১৮৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন।

মহা তাবু জলসার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ২য় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প-২০২০

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার সাবরাং এ 'উন্নয়নে এগিয়ে' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে ১৭-২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ২য় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাতে অংশগ্রহণকারী স্কাউট দলের মধ্য থেকে বাছাইকৃত দলের অংশগ্রহণে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অগ্নি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মহাতাবু জলসার শুরু এবং মহাতাবু জলসার শেষে ক্যাম্প পতাকা নামানোর মধ্য দিয়ে ক্যাম্পের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মনোজ্ঞ এ মহাতাবু জলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

স্কাউটের চরে আজাদ স্যারের দু'ঘন্টা

ডিসেম্বর ২০১৯ এর শেষ সপ্তাহে আমার নতুন কর্মস্থলে বসে কাজ করছি। আমার মোবাইল বেজে উঠলো। খুলে দেখি বাংলাদেশ স্কাউটসের বর্তমান সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ স্যারের ফোন।

কুশলাদি জিজ্ঞেস করেই স্যার জানতে চাইলেন, "লালমনিরহাটের যে চরে তোমরা কাজ কর, সেখানে কিভাবে যেতে হয় এবং যেতে কতটা সময় লাগে?" আমি বললাম, রাতে মিরপুর টেকনিক্যাল থেকে বাসে চড়লে পরদিন সকালে লালমনিরহাট শহরে পৌঁছাই। তিনি বললেন, "লালমনিরহাট শহর বা সার্কিট হাউস থেকে গেলে কিভাবে যাও?" বললাম আমরা ব্যাটারিচালিত অটোতে মোগলহাট হয়ে ধরলারপাড় পর্যন্ত যাই। দূরত্ব ১৫-১৬ কিলোমিটার হবে। সময় প্রায় এক ঘণ্টা লাগে। "এরপর কিভাবে যাও?" বললাম নদীতে খেয়া নৌকা আছে, পার হয়ে এক দেড় কিলোমিটার চরের উপর দিয়ে হেঁটে চরে আমাদের স্কুলে গিয়ে পৌঁছাই। "নদী পার হতে কতক্ষণ লাগে, আর চর পার হতে হাঁটা ছাড়া আর কোন বিকল্প নাই?" জানালাম, এখন শীতকাল, নদী প্রশস্ত নয়, পার হতে ১০-১৫ মিনিটের বেশী লাগবে না। চরে না হেঁটে মটর সাইকেল অথবা খেয়া নৌকায় অটো পার করে নিয়ে এলে অটোতে করেই চর পার হওয়া যাবে। স্যার মনে মনে হিসাব করে বললেন "যেতে দেড় ঘণ্টা, ফিরতে দেড় ঘণ্টা অর্থাৎ তিন ঘণ্টা লাগবে। আর দু'ঘণ্টায় কি তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখে মোটামুটি বোঝা যাবে? "বললাম, যাবে। স্যার বললেন তাহলে দিনের একবেলা সময় বরাদ্দ রাখলেই স্কাউটের চরের কার্যক্রম দেখে আসা যাবে। কি বলো? জি স্যার। আজাদ স্যার বললেন "ধরে নাও জানুয়ারির প্রথম দশ দিনের মধ্যেই যাওয়া হতে পারে। এর মধ্যে কি প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব?" বললাম, সম্ভব স্যার। সালাম দিয়ে ফোন রাখলাম।

মনটা আনন্দে ভরে গেল। কারণ আজাদ স্যারকে স্কাউটের চরে যাওয়ার জন্য ২০১১ সাল থেকে বলে আসছি। স্যার কখনই না বলেননি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের কারণে এই একবেলা সময় তিনি বের করতে পারেন নি। স্কাউটের চরে আমাদের কাজ পৃথিবীর সবার দেখা আর আপাদমস্তক স্কাউট আজাদ স্যারের দেখার মধ্যে তফাৎ অনেক। এটা আমরা বুঝতে পারি। তাছাড়া গত দশ বছরে আমরা এখানে বার বার ওয়ার্কক্যাম্প করে করে এই সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবন মানের উন্নয়নের চেষ্টা করে যাচ্ছি। আজাদ স্যার যখন রোভার, তখন এই ওয়ার্কক্যাম্পের মাধ্যমেই বাহাদুরপুরসহ অনেক সমাজ উন্নয়নে কাজ করেছেন।

২০১০ সাল থেকে স্কাউটিং এর সেবার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত পরিবার তথা সমাজের মানুষের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করার জন্য ঢাকার ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউটস লালমনিরহাট জেলায় ধরলা নদী পাড়ের বিদ্যুৎ, রাস্তা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাবিহীন তিনটি চর চরফলিমারি, নগদটারীরচর ও ওসমান তাঁতীরচরে গত দশ বছর ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, নিরাপদ খাবার পানি, পুষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। স্মৃতি রায় ক্রিস্টাল স্কাউট প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর সম্পন্নকারী ৫ জন শিক্ষক এখানে নিয়মিত শিক্ষা

দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের এই কাজ ২০১৮ সালে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্সে ডাইভার্সিটি ও ইনক্লুশান অব স্কাউটিং প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করায় গত আগস্ট ২০১৯-এ ম্যানিলা থেকে দু'জন মিডিয়া এক্সপার্ট এসে লালমনিরহাটে চার দিন থেকে এই তিন চরে স্কাউটদের কাজের ইমপ্যাক্ট এর উপর ভিডিও ধারণ করে নিয়ে যান, যা তাঁরা সারা বিশ্বকে দেখাবেন। স্কাউটদের একটানা কাজ ও তার সুফলের কারণে স্থানীয় প্রশাসন ও মানুষ এই তিন চরকে এখন "স্কাউটের চর" বলে।

লালমনিরহাটে আমাদের কাজের প্ল্যানিং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানালাম। লালমনিরহাট যেতে আগ্রহী রোভার স্কাউটদের তালিকা তৈরি করে দায়িত্ব ভাগ করে দিলাম। ঢাকার বাংলাবাজার থেকে চক, ডাস্টার, শ্লেট, সকল শ্রেণির জন্য বিষয়ভিত্তিক খাতা, কলম, পেন্সিল, ইরেজার, শার্পনার, জিওমেট্রিবক্স, সাবান, টুথ পাউডার, ব্রাশ, ভেসলিন, ক্রিমির ঔষধ কিনে স্কুলের ১২৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ও স্কুল থেকে পাশ করে উচ্চতর ক্লাশে অন্য স্কুলে পড়া চরের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যাগে ভরে এবং জাতীয় কমিশনার জনাব মোঃ মহসিনের দেয়া ১০টি কম্বলসহ মোট ৪০টি কম্বল কুরিয়ারযোগে লালমনিরহাটে পাঠানো হলো। সোলার নির্ভর ডিজিটাল ক্লাসরুম, টেলি ট্রিটমেন্ট ও পাঠাগার উদ্বোধনের স্মৃতি ফলক তৈরি করে নিলাম।

আজাদ স্যার ৯ জানুয়ারি সকালে স্কাউটের চরে যাবেন। আমি, সালাহউদ দীন, সৌরভ, সাগর, অমিতসহ সবাই ৭ তারিখ যাত্রা করে ৮ তারিখে চরে পৌঁছাই। দায়িত্বপ্রাপ্ত রোভার ও লিডারগণ যার যার দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। ইতোপূর্বে জেলা প্রশাসকসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা স্কুলে এসে সার্বিক প্রস্তুতি দেখে যান। ৯ জানুয়ারি সকাল ৮টা, সূর্য ওঠেনি, চারদিকে কুয়াশা। আমি স্কুলের মাঠে, আজাদ স্যারকে রিসিভ করার জন্য কাব স্কাউটরা, ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে পৌঁছায় নাই। এমনকি শিক্ষকরাও এসে পৌঁছাননি। মাইক ফিট করা হ'ল। আমি মাইকে সকল অভিভাবক, ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ করে কাব স্কাউটদের ইউনিফর্ম পরে দ্রুত স্কুলে আসার অনুরোধ জানালাম। বাজারে গিয়ে আমি স্যারদের নিয়ে স্কুলে না এসে লোকালয়ের দিকে রওনা হলাম। পথে তিনি বন্যামুক্ত উচ্চতায় ভিটি পাকা করা ২২টি টিউবওয়েলের দু'টি টিউবওয়েল দেখলেন। স্কুলের কোনায় পুকুর পাড়ের দোকানীর ব্যবসার খবর নিলেন। পলিথিন মুক্ত বেচা কেনার কথা বুঝিয়ে বললেন। কিছু সময় পর শীতের কাপড় পরা ৯-১০ বছরের এক বাচ্চাকে স্যার দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় পড়?" শিশুটি বললো, "মাদ্রাসায়"। আমাদের স্কুলে সকালে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মক্তব বসে। এই মক্তবকে এরা মাদ্রাসা

বলে। আজাদ স্যার তাকে সুরা মুখস্ত পড়তে বললেন। সে সুন্দর করে সুরা পড়ায় আজাদ স্যার খুশী। জিজ্ঞেস করলেন, "আর ক'টি সুরা জানো।" হিসাব করে বললো, "১২টা"। আরেক শিশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় পড়?" সে উত্তর দিল, "এই স্কুলে"। "কোন ক্লাসে?" "ক্লাস থ্রী তে"। "কি কি বিষয় পড়?" সে গুছিয়ে তার ছয়টি বিষয়ের কথাই বলতে পেরেছিল। এই তিন চরের ৩২টি মানুষ থাকার ঘর ছিল ছনের বা খড়ের। যা প্রতিবছর বন্যার পানিতে পঁচে যেত। ঢাকার 'ফ্রেন্ডস আন্ড ফ্যামিলির' আর্থিক সহায়তায় এই ৩২টি ঘরকেই আরসিসি খুঁটি, নতুন টিন ও কাঠ দিয়ে বদলে দেয়া হয়েছে। এক আসহায় বৃদ্ধার বদলে দেয়া ঘর দেখতে গেলেন আজাদ স্যার। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আগের পুরানো ঘরে কি সমস্যা হতো"? বৃদ্ধা বললেন, "বেড়া ভাঙ্গা ছিল। মুরগী, কুকুর, বিড়াল ঢুকতো। বর্ষায় চাল দিয়ে পানি পড়তো। রাত জেগে বসে থাকতাম।" স্যার জানতে চাইলেন, "এখন কি অবস্থা?" বললেন, "এখন কোন সমস্যা নাই।" আমি আগের ঘরটা কেমন ছিল, তা বোঝার জন্য আগের ঘরের ছবিটা বড় করে প্রিন্ট করে ঘরের সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। উপস্থিত সবাই এই পরিবর্তনটা ভালোভাবে বুঝতে পারলেন। এবার আমরা আমাদের করা নতুন পাকা মসজিদটা দেখতে গেলাম। আমার বন্ধু ফারুক তাঁর নিজ সন্তানের নামে এই মসজিদ তৈরির খরচ দিয়েছিলেন। ২০১২ সালে আমাদের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মো. মোজাম্মেল হক খান এই মসজিদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন। এই চরে আমরা ১৫,০০০ এর বেশী গাছ লাগিয়েছি। আমাদের কাজের শুরুতে যে গাছ লাগিয়েছি তার কাঠ এখন ঘরে লাগানো যায়। আমাদের দেয়া হাঁড়ী ভাংগা আম গাছে অত্যন্ত ভাল মানের আম ধরে। গাছগুলো আজাদ স্যার দেখলেন। পথে আরো দু'টা টিউবওয়েল দেখে আমরা হেঁটে স্কুলের দিকে এগুলাম। সারা স্কুলের মাঠ নতুন ইউনিফর্ম পরা ৪৮ জন কাব স্কাউট, ও স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতিতে ভরা। কাব স্কাউটরা গ্র্যান্ড ইয়েল ও শিক্ষকরা ফুল দিয়ে বরণ করে নিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মো. আবুল কালাম আজাদ ও লালমনিরহাটের জেলা প্রশাসককে। সম্পূর্ণ শিক্ষা সুবিধাবঞ্চিত একটি জনপদে তিল তিল করে গড়ে ওঠা একটি স্কুলের মধ্য দিয়ে সবে শিক্ষিত হতে শুরু করেছে একটি প্রজন্ম, তারাই কাব স্কাউট। তাদের বাবা দাদা সবাই অশিক্ষিত। এই কাব স্কাউটদের বাবাদের আয় এখনও দৈনিক দুই ডলারের নীচে। এমন জনপদে স্কাউটিং সারা বিশ্বেই বিরল। এই বিরল কাবরা আজ ছুঁয়ে দেখেছে, কথা বলেছে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতিকে। আজাদ স্যার স্কুলের সকল শিক্ষার্থীদের সারা বছরের শিক্ষা উপকরণ এবং এতিমদের মাঝে ৪০টি কম্বল বিতরণ করলেন। চরবাসীরা দূর

স্কাউটের চরে আজাদ স্যারের দু'ঘন্টা

থেকে সব কর্মকাণ্ড দেখছিলেন। লালমনিরহাটের এই দুর্গম চরে কোন ধরনের চিকিৎসা সুবিধা নাই। এম.বি.বি.এস ডাক্তার পেতে হলে ধরলা নদী পার হয়ে অন্ততঃ আরো ১৫-১৬ কি.মি. যেতে হয়। তাই আমরা গত দশ বছরে এখানে ১৯বার ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করেছি। এপিআর এর অনুদান পেয়ে সোলার বসিয়ে টেলি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থ্যা করেছি। অর্থাৎ ডাক্তার ঢাকা থেকে স্কাউটের চরে রোগী দেখেন। চরে আমাদের স্কুলের সকল শিক্ষকই রক্তচাপ, জ্বর, ব্লাড সুগার মাপতে জানেন। আজাদ স্যার জানতে চাইলেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন কিভাবে পাবে? প্রিন্টার দেখিয়ে বললাম, ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখান দিয়ে প্রিন্ট হয়ে বের হবে। রোগীর বিভিন্ন পরীক্ষার রিপোর্ট ডাক্তার কিভাবে পাবেন? স্ক্যানার দেখিয়ে বললাম এর মাধ্যমে চলে যাবে। এটিএন নিউজের মুন্নী সাহার 'কানেকটিং বাংলাদেশের' বাস্তব প্রয়োগ দেখে আজাদ স্যারের খুব ভালো লেগেছে। একই জায়গায় তিনি ডিজিটাল ক্লাস রুমের কাজ দেখলেন। ঢাকায় ক্রিস্টাল স্কাউটস এর রোভাররা সেশন নিচ্ছিল কাব স্কাউটদের। রোভাররা স্কাউটের চরে সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসের বইয়ের বাইরে অনেক কিছু শেখায়। যেমন শুদ্ধভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া, সঠিক মাপে জাতীয় পতাকা আঁকা, থার্মোমিটারে জ্বর মাপা, খাবার স্যালাইন বানাতে জানা, সঠিক নিয়মে দাঁত মাজা, নিয়মিত হাত ধোয়া, ইত্যাদি। এবার বিজ্ঞান বাক্সের রংধনু নিয়ে ক্লাস নিচ্ছিল রোভার সৌরভ। সেখানে গেলেন আজাদ স্যার। তিনি সহজ ফর্মুলায় রংধনুর সাতটি রঙ এর নাম মনে রাখার ফর্মূলা শিখিয়ে দিলেন। তাঁর পরিচালনায় ক্লাশে বাচ্চারা খুব মজা পেয়েছে। ডিজিটাল ক্লাস রুমের বাইরে এসে আজাদ স্যার ডিজিটাল ক্লাস রুম, টেলি ট্রিটমেন্ট ও পাঠাগারের আনুষ্ঠানিক স্মৃতি ফলক উন্মোচন করেন ও মোনাজাতে অংশ নেন। এই স্মৃতিফলক আজাদ স্যারের স্কাউটের চরে আসার স্মৃতিকে বহু বছর ধরে রাখবে। এরই মধ্যে মামুন তার নব গঠিত 'স্কাউটের চর মুক্ত স্কাউট গ্রুপের' সদস্যদের নিয়ে মাঠের এক কোনে প্রস্তুত। স্যার বললেন, "চলো প্রতিজ্ঞা পুন: পাঠ করি"। মামুনের নেতৃত্বে আমরা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে স্কাউটের প্রতিজ্ঞা পাঠ করলাম। আজাদ স্যার আলাদা করে বললেন "তোমার সবচাইতে ভাল কাজ হয়েছে এই স্কাউট দল গঠন"। ১৫জন মহিলাকে আজাদ স্যারের হাত দিয়ে ছাগল বিতরণ করা হ'ল। ২০১৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমরা ৯৭ জন সহায় সম্বলহীন মহিলাকে দুটি করে ছাগলের বাচ্চা দিয়েছি। তাদের এক এক জনের ১৫ থেকে ২০টা ছাগল হয়েছে। ছাগল বেচে কেউ গরু কিনেছে, কেউ জমি বন্ধক নিয়েছে, কেউ কলাবাগান করেছে, কেউ সোলার কিনে বাড়ীতে লাগিয়েছে, কেউ টিনের ঘর বানিয়েছে। দারিদ্রের দুষ্ট চক্র ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা এই নারীদের সত্যিকারের ক্ষমতায়ন হয়েছে, আয় বৈষম্য কমেছে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে, নিজের উপর আস্থা বেড়েছে। কোরবানি ও ধাপে ধাপে আমাদের টেকসই উন্নয়নের ৭টি লক্ষ্যে কাজ করে সফল হওয়ার গল্প বলি। এই চরে গত দশ বছরে গবাদি পশুর সংখ্যা ২০ গুণ বেড়েছে বলতেই শ্রোতা সারি থেকে বলে উঠলো, না স্যার, আরো বেশী বেড়েছে। ২০১৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় আমাদের স্কুলের একজনও ফেল করে নাই। সারা বছরে শিক্ষার জন্য কোন অভিভাবকের কোন টাকা খরচ হয় কিনা জানতে চাইলে সমস্বরে বলে ওঠেন, "না"। আজাদ স্যার মাইক হাতে কাব স্কাউটদের কাছে, ছাগল গ্রহীতাদের কাছে চরবাসীর কাছে গিয়ে তাদের কথা শুনতে চান। প্রাণবন্ত এই পর্বে দু'টি ছাগল পেলে কিভাবে জীবন বদলেছে, কিভাবে গ্রহীতা থেকে কোরবানি দাতা হয়েছে, টেলি ট্রিটমেন্টের সুফলের বিষয়ে মাইকে সুবিধাভোগীদের কথা সবাইকে শোনান। তিনি স্কাউটের চরে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কথা ঘোষণা দেন এবং কার্যকর ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তা সহজ করে বলে সকলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করতে বলেন। আজাদ স্যার সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অটোতে উঠে আমাকেও উঠতে বললেন। অটো চলছে, ডিসি সাহেবও আছেন। আজাদ স্যারকে বললাম, এবার অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ পাওয়া ড. অভিজিত ব্যানার্জীর গবেষণার ফল দারিদ্র দূর করতে অর্থ একমাত্র সমাধান নয়, দারিদ্রের ভেতরে ঢুকে সমস্যার সমাধান করাই মূল কাজ। আমরা অর্থনীতি না পড়ে অভিজ্ঞতা থেকে এই চরে তা'ই করেছি।

লালমনিরহাট শহরে ফিরে কালেক্টরেট স্কুলের মাঠে প্রায় হাজার খানেক স্কাউটদের সমাবেশে দাঁড়িয়ে সভাপতি মহোদয় সকল স্কাউটকে স্কাউটের চরে যেতে বললেন। ইউনিট লিডারদের বললেন ৪/৫ বাড়ির উন্নয়নে কাজ হবে এমন কাজ নিয়ে চলে যাবেন। আমাদের দশ বছরের অভিজ্ঞতায় সবাইকে সব ধরনের সহায়তা দিতে আমরা প্রস্তুত। অনভিজ্ঞ অবস্থায় যে কাজ আমরা দশ বছরে করেছি, তা এখন আমরা চার বছরে করতে পারবো। সমাজ উন্নয়ন বলি, টেকসই উন্নয়ন বলি আমরা চাইলে সবাই মিলে সারা বিশ্বের এক অনন্য উদাহরণে পরিণত হতে পারি। চাই শুধু স্বচ্ছ উদ্দেশ্য আর প্রতিজ্ঞা। মহান স্রষ্টা আমাদের সহায় হোন।

■ লেখক: সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস
ও প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

ছড়া-কবিতা

জগন্নাথের আফজাল ভাই

-মো.আরিফুল ইসলাম

ছোট্ট শিশু আফজাল হোসেন
লালবাগের ছেলে,
বাবা মায়ের কোলে আসেন
উনিশশো পঞ্চাশ সালে।
বড় মামা স্কাউট পাগল
বাবা আশরাফ হোসেন,
পরিবারেই স্কাউট উপদল।
স্ত্রী মাশুরা হোসেন।

পৈত্রিক ভিটা বিক্রমপুরে
আস্তানা লালবাগ,
সাত বছরে ফ্রেন্ডস সেন্টারে
হয়ে গেলেন কাব।
শহীদ ভাইয়ের হাত ধরে
পথ চলা শুরু,
আরমানিটোলার স্কাউট নীড়ে
সরকারি স্কুলে গ্রুপে।

কাব হয়ে আটান্ন সালে
পাকিস্তান জাম্বুরী,
গ্রীস জাম্বুরী চোখের জলে
অসুস্থতায় বাড়ি।
শুরু হলো রোভার জীবন
রোভারিং এর বিলে,
জগন্নাথে রোভারিং কেমন
তাঁদের অতীত বলে।

রোভার হয়ে এবার যাত্রা
অল ইন্ডিয়া মুট,
দেখালেন নিজের মাত্রা
হয়ে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট।

ভ্রমণ শুরু দেশ থেকে
ভারত পাকিস্তান,
স্কাউটিং দিনে রাতে
আমেরিকা জাপান।

দেখা পেলেন ঘুরতে গিয়ে,
লেডি ব্যাডেনের,
ব্যাডেনের বোনকে পেয়ে
সাক্ষাৎ হলো ফের।
দশমবার অংশ নিয়ে
বিশ্ব জাম্বুরী,
উড়িয়েছেন মন দিয়ে
স্কাউটিং এর ঘুড়ি।

রোভার অঞ্চলে ছিলো যার
সম্পাদকের আসন,
জাতীয় কমিশনার হলেন আবার
ভালোবাসার কারণ।
পরিচালকের আসন নিলেন
ব্যাংক সোনালী,
আইডিয়ালে সভাপতি হলেন
বাজিয়ে স্কাউট তালি।

মুক্তিযুদ্ধেও গিয়েছিলেন
জাতির পিতার ডাকে,
জীবনের ঝুঁকি নিলেন
ভালোবেসে মাকে।
মায়ের ডাকেই ঘুমিয়ে নেতা
আমাদের আফজাল ভাই,
বেহেস্ত নসীব করিও বিধাতা
কামনা করে যাই।

লেখক পরিচিতি
সাবেক সিনিয়র রোভারমেট ও সভাপতি
জবি রোভার-ইন-কাউন্সিল

স্বাস্থ্য কথা

ভাইরাস জনিত জ্বর থেকে বাঁচার উপায়

শীতের আবেশ শুরু হয়েছে। তবুও গরম রয়ে গেছে কিছুটা। গরম আর শীতের মিশেলে সর্দি-কাশি, জ্বরের সঙ্গে গলা ব্যথা কাউকেই যেন ছাড় দিচ্ছে না। কিন্তু কিভাবে বাঁচা যায় এ ধরনের জ্বর থেকে।

কেন এই হঠাৎ জ্বরঃ মূল কারণ আবহাওয়ার পরিবর্তন। একদিকে বৃষ্টি, অন্যদিকে রাতে ঠান্ডা ও সকালে গরম। এই সময় যে কোনও সংক্রমক রোগ, যেমন ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়াঘটিত রোগ খুব বৃদ্ধি পায়। এই আবহাওয়ায় জীবাণুর প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাই মশা, মাছিবাহিত রোগের প্রকোপ থেকেও সাবধান।

জ্বরের ধরনঃ ভাইরাস ঘটিত জ্বর ৩ থেকে ৫ দিনের বেশি থাকে না। এই জ্বর মূলত ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর। জ্বর তীব্র হতে পারে। অর্থাৎ ১০২-১০৩ পর্যন্ত জ্বর থাকতে পারে। সঙ্গে খুব গলা ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা হতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে আবার খুব গলা ব্যথা ও গায়ে র‍্যাশ বাড়তে পারে। হাড়ের গিটে গিটে ব্যথা হয়। জ্বরের সঙ্গে নাক দিয়ে পানি পড়ে ও অল্প খুশখুশে খাশি থাকে। তবে খুব বেশি কফ হয় না ভাইরাল ফিভারের ক্ষেত্রে।

জ্বর যদি ক্রমশই বাড়তে থাকে এবং জ্বর অনেক দিন ধরে থাকে সেক্ষেত্রে এই লক্ষণ ডেঙ্গুও হতে পারে। এমন জ্বরের ক্ষেত্রে জ্বরের সঙ্গে ডায়ারিয়ার সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

কাদের হচ্ছেঃ মূলত যাদের অন্যান্য কোনও শারীরিক সমস্যা রয়েছে তাদের এই ভাইরাল ফিভারে আক্রান্তের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। বিশেষ করে অ্যাজমা, ক্রনিক ব্রংকাইটিস, হার্টের অসুখ বা হার্ট ফেলিওরের সমস্যা ও ডায়াবেটিস থাকলে এই ভাইরাস খুব সহজে আক্রমণ করে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য দীর্ঘদিন স্টেরয়েড ওষুধ খেলে তাদের এই জ্বরে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এক্ষেত্রে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। এই জ্বর শরীরকে খুব দুর্বল করে দেয়। যা থেকে জ্বরের পাশাপশি সংক্রমণের সম্ভাবনাও দ্বিগুণ বেড়ে য়ায়। বিশেষ করে চেস্ট ইনফেকশন এক্ষেত্রে বেশি হয়। এই জ্বর থেকে নিউমোনিয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়।

জ্বর ছেড়ে গেলেও যদি কারও দীর্ঘদিন সর্দি-কাশি, দুর্বলতা বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে তার অন্য কোনও অসুখ শরীরে লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই এমন হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

মেনে চলুনঃ আশপাশের কারও জ্বর হলে তার কাছাকাছি কম যাওয়াই ভাল। এখন এসিতে না থাকাই ভাল। উষ্ণ জলে স্নান করুন। শিশুদের একেবারেই ঠান্ডা জলে স্নান করান চলবে না। বৃষ্টির জল গায়ে লাগানো যাবে না। কোনওভাবে ভিজে গেলে বাড়ি ফিরে স্নান করে নিন। ভিজে জামাকাপড়ে থাকলে জ্বর হতে বাধ্য।

যত্নআত্তিঃ এই জ্বর খুব ছোঁয়াচে। তাই বিশেষ সাবধানতা জরুরি। জ্বর যে ক'দিন থাকবে সেই কদিন বাড়িতে থেকে বিশ্রাম নেওয়াই সবচেয়ে ভাল। কারণ বেশি এদিক-ওদিক করলে তা যেমন শরীরের জন্য ক্ষতিকর, তেমনই তা একজনের থেকে অন্যের শরীরেও ছড়ায় সহজে।

পাশাপাশি এই জ্বর গায়ে থাকা অবস্থায় বেশি হাঁটাচলা করলে হঠাৎ রক্তচাপ কমে যেতে পারে, মাথা ঘুরতে পারে। তাই সাবধান।

যারা প্রেসারের ওষুধ খান, তাদের এই জ্বর হলে সেক্ষেত্রে প্রেসারের ওষুধ বন্ধ করে রাখা বা ডোজ কমানোর প্রয়োজন পড়ে। কারণ এই জ্বরের প্রভাবে রক্তচাপের হেরফের হয়। তাই চিকিৎসককে অবশ্যই প্রেসারের ওষুধ খান তা জানান।

প্রচুর পানি খেতে হবে। কারণ এই জ্বর হলে শরীরে ঘাম হয় খুব বেশি, ফলে পানির মাত্রা কমে। তাই জল বা ওআরএস মেশানো পানি খেলে খুব উপকার। ডাবের জলও এই দুর্বলতা কাটাতে খুবই উপকারী।

প্রচুর ফল, বিশেষ করে লেবু খেলে ভাল। এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি ঠিক থাকে। এই জ্বরের চিকিৎসা খুব লক্ষণভিত্তিক। অর্থাৎ জ্বরের সঙ্গে আনুষাঙ্গিক যা যা সমস্যা থাকবে সেই অনুযায়ী ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

হাঁচি, কাশির সময় মুখে হাত দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আরও ভাল যদি মাস্ক ব্যবহার করা যায়। এতে জ্বরের ভাইরাস ছড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা কিছুটা হলেও রোধ হয়।

প্রয়োজনে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত কোন ঔষধ সেবন করবেন না। নিয়ম মেনে ঔষধ সেবন করুন, সুস্থ থাকুন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ল্যাপটপ কেনার আগে যে ১২টি বিষয় জানা জরুরি

একসময় ল্যাপটপ বিলাসিতার পণ্য হলেও বর্তমানে ল্যাপটপ দৈন্দিন ব্যবহার্য জিনিসে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন মানের ও কনফিগারেশনের ল্যাপটপ রয়েছে। বহন করার সুবিধা, নানা ধরনের ফিচার, উন্নত প্রযুক্তি ইত্যাদি কারণে ল্যাপটপ এখন অনেক জনপ্রিয়।

বর্তমানে অনেকেই ডেস্কটপ পিসির চাইতে ল্যাপটপের দিকেই বেশি ঝুঁকছে। এর পিছনে বেশ কিছু কারণও রয়েছে। তবে ল্যাপটপ কিনতে গিয়ে অনেকেই অনেক বিড়ম্বনার স্বীকার হোন বা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন।

তাই আজকে ল্যাপটপ কেনার আগে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে সে বিষয়ে একটা গাইড লাইন দেয়ার চেষ্টা করাবো। ল্যাপটপ কেনার আগে যে সমস্ত বিষয় মাথায় রাখতে হবে নিম্নে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ল্যাপটপ কেনার আগে যা জানা জরুরি

১. ব্রান্ড

বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ব্রান্ডের ল্যাপটপ রয়েছে। যেমন আসুস, ডেল, এইচপি, এসার, লেনোভো ইত্যাদি। আপনি যদি ভালো ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ কিনতে চান তাহলে কিনতে পারেন আসুস অথবা ডেল। ল্যাপটপ জগতে এই ব্র্যান্ড দুটি অত্যন্ত ভালো।

আপনি চাইলে এইচপিও নিতে পারেন, তবে এইচপির পারফর্মেন্স এখন আগের মতো নেই, তবুও ভালোই। এছাড়া মোটামোটি মানের ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ নিতে চাইলে নিতে পারেন লেনেভো কিংবা এসার।

এই দুটো ব্র্যান্ডের পারফর্মেন্স খুবই ভালো। এই ল্যাপটপগুলোর প্রাইস নির্ভর করবে আপনার কনফিগারেশনের উপর।

২. সাইজ

আপনি কি ধরনের ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপটি কিনছেন সেটার উপর ভিত্তি করে আপনার ল্যাপটপের সাইজ ঠিক করতে হবে। আপনি যদি এজন্যই ল্যাপটপ কিনেতে চান যে আপনি তা সহজে বহন করতে পারবেন, তাহলে আপনার জন্য নোটবুক কেনাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

নোটবুক কেনার সময় আপনাকে কিছু বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। নোটবুকটির ওজন, এটি কতটা হালকা বা সরু ইত্যাদি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। আবার নোটবুকের মধ্যে অনেক নোটবুক রয়েছে যেগুলো আল্ট্রাবুক নামে পরিচিত। এগুলো বহনের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম।

ল্যাপটপের স্ক্রিনের সাইজের উপর ল্যাপটপটির ওজন নিভর করে। ১১ থেকে ১২ ইঞ্চি ল্যাপটপ হলো সবচেয়ে হালকা বা সরু। এর ওজন ১.১-১.৫ কেজি। ১৩ থেকে ১৪ ইঞ্চি ল্যাপটপ বহনযোগ্যতা এবং ব্যবহারযোগ্যতার জন্য আদর্শ চয়েজ। এর ওজন ১.৮ কেজির নিচে হয়ে থাকে।

আপনি যদি ল্যাপটপ মূলত বাড়িতে ব্যবহার করতে চান বা মাঝে মাঝে বাইরে নিয়ে যাতে চান তাহলে আপনার জন্য ১৫ ইঞ্চি ডিসপ্লে বিশিষ্ট ল্যাপটপ ভালো হবে।

এই ধরনের স্ক্রীন সাইজের ল্যাপটপগুলোর ওজন সাধারনত ২.৫ কেজি থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আপনি যদি আরো বড় ডিসপ্লে বিশিষ্ট ল্যাপটপ চান তাহলে ১৭ থেকে ১৮ ইঞ্চির ল্যাপটপ নিতে পারেন।

৩. ডিসপ্লে কোয়ালিটি

ল্যাপটপ কেনার আগে ডিসপ্লের কোয়ালিটি দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ ল্যাপটপের ডিসপ্লের দিকে তাকিয়েই আপনাকে কাজ করতে হবে। ল্যাপটপ কেনার সময় ল্যাপটপের রেজুলেশন কত তা দেখেও ল্যাপটপ কেনা উচিত।

আমি আপনাকে ১০৮০পি অর্থাৎ ফুল এইচডি ডিসপ্লে নিতে রিকমেন্ড করবো। এই রেজুলেশনের ডিসপ্লে সকল কাজের জন্যই আদর্শ। আপনি যদি কোন কারণে ফুল এইচডি স্ক্রিন নিতে না পারেন তাহলে অব্যশই অন্তত এইচডি অর্থাৎ ৭২০পি স্ক্রিনের ল্যাপটপ নিবেন। বাজেট ল্যাপটপগুলোতে সাধারণত ৭২০পি ডিসপ্লে থাকে।

বাকী অংশ পরের সংখ্যায়

■ অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

কাবাডি খেলার আদি ইতিহাস ও নিয়ম কানুন

আমাদের দেশে কাবাডি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এই খেলাটি বিশেষ করেগ্রামাঞ্চুলে অধিকতর জনপ্রিয় হওয়ায় একেগ্রাম বাংলার খেলাও বলা হয়। কোন কোন স্থানে কাবাডিকে আবার হা-ডু-ডু খেলাও বলা হয়। তবে এই খেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও হা-ডু-ডু খেলার কোন সঠিক নিয়ম কানুন না থাকায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নিয়মে অনুষ্ঠিত হতো।

নামকরণ

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হা-ডু-ডু খেলাকে 'কাবাডি' নামকরণ করা হয় এবং এই খেলাকে জাতীয় খেলার গৌরব জনক মর্যাদা দেয়া হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ এ্যামোচার কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। এই ফেডারেশন কাবাডি খেলার উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কাবাডি ফেডারেশন এই খেলার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তৈরি করে। ১৯৭৪ সালে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রথম কাবাডি টেষ্ট খেলে। আন্তজার্তিক পর্যায়ে এটিই প্রথম ম্যাচ। ১৯৭৮ সালে ভারতের মধ্য প্রদেশের লৌহ নগরী ভিলাইতে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের প্রতিনিধিগণে এক বৈঠকে এশিয়ান এ্যামেচর কাবাডি ফেডারেশন গঠন করা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ এ্যামেচার কাবাডি ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি মরহুম আবুল হাসনাত।

১৯৭৯ সালে ভারতে বাংলাদেশ বনাম ভারত ফিরতি কাবাডি টেষ্ট খেলে এবং ১৯৮০ সালে সফলভাবে প্রথম এশীয় কাবাডি প্রতিযোগীতা এই খেলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পরবর্তীতে সাফ গেমসও কাবাডি অন্তভুর্ক্ত করা হলে এ খেলার চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। বর্তমানে কাবাডি জনপ্রিয়তার অনেকগুলি সিড়িঁ পেরিয়ে এগিয়ে চলছে আপন গতিতে। বিশেষ করে কাবাডি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হওয়ায় এর গুরুত্ব বেড়েছে আরো অনেক বেশি।

খেলার নিয়ম কানুন

১ নং নিয়ম: খেলা শুরুর আগে দু'দলের অধিনায়কের উপস্থিতিতে রেফারি কয়েন দ্বারা টস করবেন। টস জয়ী অধিনায়ক কোর্ট পছন্দ বা বিপক্ষের কোর্টে রেইড করার যে কোন একটিবেছে নেবেন। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে কোর্ট বদল হবে এবং যে দল প্রথমে রেইড করেনি তারা রেইড করার সুযোগ পাবে। প্রথমার্থে খেলা শেষে উভয় দলের যে একজন খেলোয়াড় বেঁচেছিল কেবল তারাই খেলায় অংশ নেবে। অর্থাৎ যারা আউট হয়ে সিটিং বকে বসেছিল তারা আউট খেলোয়াড় হিসেবে বসে থাকবে।

২ নং নিয়ম: কোন খেলোয়াড় মাঠের বাউন্ডারির বাইরের ভূমি স্পর্শ করলে তাকে 'আউট' বলে ধরা হবে। কিন্তু স্ট্রগলের সময় কোর্টেও বাইরের ভূমি স্পর্শ করলেও যদি তার শরীরের কোন অংশ সরাসরি সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোন খেলোয়াড়কে বা ভূমি স্পর্শ করে তবে তিনি আউট হবেন না।

৩ নং নিয়ম: খেলা চলাকালে কোন এ্যান্ট্রি সীমানার বইরে চলে গেলে তিনি আউট হবেন। রেফারি বা আম্পায়ার তাকে তখনি কোর্টের বাইরে যেতে নির্দেশ দেবেন এবং জোরে তার নম্বর উচ্চারণ করে তাকে আউট ঘোষণা করবেন। তখন রেইড চলতে থাকলে এজন্য তিনি কোন বাশিঁ বাজাবেন না।

৪ নং নিয়ম: রেইড চলাকালে যদি কোন এ্যান্ট্রির শরীরের কোন অংশ কোর্টের বাইরের ভূমি স্পর্শ করে বা বাইরে চলে যায় এবং তিনি রেইডারকে ধরে ফেলেন তবে রেইডার আউট হবেন না। কোর্টের বাইরে চলে যাবার ফলে ঐ এ্যান্ট্রি আউট হবেন।

৫ নং নিয়ম: স্ট্রাগল শুরু হলে উভয় দিকের লবি খেলার মাঠের অন্তর্ভুক্ত অংশ হিসেবে গণ্য হবে। স্ট্রাগল শেষ হবার পর স্ট্রাগলে জড়িত খেলোয়াড়গণ নিজের কোর্টে প্রবেশের জন্য লবি ব্যবহার করতে পারেন।

৬ নং নিয়ম: রেইডার 'কাবাডি' শব্দ জোরে উচ্চারণ করে ক্যান্ট দেবেন। যদি কাবাডি শব্দ উচ্চারণ না করে ক্যান্ট বা ডাক দেন তবে রেফারি বা আম্পায়ার তাকে নিজেরকোর্টে পাঠিয়ে সতর্ক করে দেবেন এবং বিপক্ষকে রেইড করার সুযোগ দেবেন। এমতাবস্থায় ফেরৎ যাওয়া রেইডারকে এ্যান্ট্রি দল তাড়া করতে পারবে না।

বাকী অংশ পরের সংখ্যায়

অগ্রদূত ডেস্ক

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটসের সাবেক জাতীয় কমিশনার, রোভার অঞ্চলের সাবেক সম্পাদক, আইডিয়াল মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সভাপতি এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর পরিচালনা পরিষদের সদস্য, বিশিষ্ট স্কাউটার, প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট, বীর মুক্তিযোদ্ধা স্কাউটার আফজাল হোসেন ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন)। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তাঁর ১ম নামাজে জানাযা ১৮ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২০ বেলা ১১টায় বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতর, কাকরাইল, ঢাকায় এবং ২য় নামাজে জানাযা ঢাকার রমনা থানা সংলগ্ন মসজিদে বাদ যোহর অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে ঢাকার বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ডিজিটাল ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরি বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের উদ্যোগে ৬-৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ইয়াং এডাল্ট লিডার ও রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণে কাবিং সম্প্রসারণে ডিজিটাল ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরি বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সাপ্লাই সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট ও প্রশাসন বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব মো. মাহমুদুল হক। আরো উপস্থিত ছিলেন জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার জনাব শাফায়াতুল ইসলাম খান এবং জনাব সালাহউদ দীন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার ও ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার।

৪দিন ব্যাপী এই ওয়ার্কশপে ডকুমেন্টারি নির্মানে সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ভিডিও ধারন কৌশল, সাউন্ড, আলো, ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার পরিচিতি ও ইন্সটলেশন, ভিডিও এডিটিং, কিভাবে ২ মিনিটের ভিডিও ডকুমেন্টরি তৈরী করা যায়, প্রোজেক্ট তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে শেখানো হয়।

ওয়ার্কশপে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন দেশ বরেন্য চলচিত্র নির্মাতা জনাব মাহবুব আলম তারু এবং কাওসার আহমেদ। এছাড়াও প্রশিক্ষক ছিলেন গাজী টিভির ক্যামরো পারসন ও জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগ বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য জনাব এহসান খান এবং মিডিয়া টিমের সদস্য জনাব মোঃ আরমান হোসেন। কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউসের মিডিয়া টিমের সদস্য স্কাউটার মোঃ নুর উদ্দিন, রোভার মো: আব্দুর রহমান এবং রোভার আহসান হাবীব। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব রাসেল আহমেদ।

ওয়ার্কশপটিতে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ৩৫ জন ইয়াং এডাল্ট লিডার ও রোভার স্কাউটরা অংশগ্রহণের সুজোগ পায়। ওয়ার্কশপ শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে সকলের মাঝে সনদ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগ বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপারসন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম।

■ প্রতিবেদক: রাসেল আহমেদ
নির্বাহী সম্পাদক, অগ্রদূত

লাইফ স্কিল বেইজড এডুকেশন বিষয়ক টিওটি কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটসের সমাজ উন্নয়ন বিভাগের উদ্যাগে ও ইউনিসেফ বাংলাদেশে এর সহযোগিতায় জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে ৯-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত লাইফ স্কিল বেইজড এডুকেশন টিওটি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সটিতে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্বপালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস। কোর্সে স্কাউটার, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভস ও রোভার স্কাউটসহ ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন।

লাইফ স্কিল বেইজড এডুকেশন টিওটি কোর্সে লাইফ স্কিলের উপাদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, দৃঢ় প্রত্যয়ী যোগাযোগের কৌশল, আত্ম সচেতনতা, মূল্যবোধ, আমাদেও শরীর কিভাবে কাজ করে, বাল্য বিবাহ, এইচআইভি, শিশু নির্যাতন, মাদকের কুফল, সফলভাবে সেশন গ্রহণের কৌশল, ইউ রিপোর্ট কি ও কিভাবে তৈরী করতে হয়, অনলাইন সেইফটি ট্রেনিং আট স্কাউট ক্যাম্প ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

জাতীয় ইয়ুথ ফোরাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রোগ্রাম বিভাগের উদ্যোগে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণে জাতীয় ইয়ুথ ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম বীর প্রতিক, বিশেষ অতিথি ছিলেন এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের জনাব কাজী নাজমুল হক নাজু। জাতীয় ইয়ুথ ফোরামের ডাইরেক্টও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন প্রোগ্রাম বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আমীর শাদ বিন শামস।

ফোরামে এসডিজির কোন কোন বিষয়ের সাথে স্কাউটিং এর মির রয়েছে, ডিসিশন মেকিং বডিতে কিভাবে ইয়ুথদের সংযুক্ত করা যায় এ বিষয়ে কী নোট স্পিচ, বাংলাদেশ স্কাউটস কিভাবে ইয়ংদের ডিসিশন মেকিং বডিতে সংযুক্ত করবে এ বিষয়ে গ্রুপ ওয়ার্ক, বাংলাদেশ স্কাউটসের ভিশন ২০২১ ইত্যাদি বিষয়ে ফোরামে আলোচনা ও গ্রুপ ওয়ার্ক করা হয়। ফোরমটিতে সারাদেশের ৮০জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

ভাষা শহীদদের প্রতি বাংলাদেশ স্কাউটসের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশ স্কাউটস এর একটি প্রতিনিধিদল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। এ সময় বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ, ঢাকা জেলা রোভারের রোভার স্কাউট ও গার্ল ইন রোভারবৃন্দ, ঢাকা জেলা রেলওয়ের স্কাউট কর্মকর্তা, রোভার স্কাউট ও গার্ল ইন রোভারবৃন্দ, ঢাকা জেলা নৌ স্কাউট-এর রোভার স্কাউট ও গার্ল ইন রোভারবৃন্দ এবং ঢাকা জেলা এয়ারের রোভার স্কাউট ও গার্ল-ইন-রোভার স্কাউটবৃন্দ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস এর স্কাউট ও গার্ল ইন সদস্যগণ প্রতিনিধিদলের সাথে ছিলেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউটের বার্ষিক বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি-২০২০ সম্পন্ন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের উদ্যোগে বার্ষিক বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২০, রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন জবি উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কামাল উদ্দিন আহমদ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো: মনিরুজ্জামান খন্দকারের সভাপতিত্বে জবির রোভার স্কাউট গ্রুপের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: সাঈদ মাহাদী সেকেন্দারের সঞ্চালনায় অর্থ ও হিসাব দপ্তরের পরিচালক কাজী মো: নাসির উদ্দিন রোভার স্কাউট লিডার মিন্টু

আলী বিশ্বাস, জবি রোভার ইন কাউন্সিলের সভাপতি আহসান হাবীবসহ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভার স্কাউট লিডার ও রোভারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

■ প্রতিবেদক: **নাজিয়া আফরোজ**
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা অঞ্চল

গাজীপুরে ৪১৪ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স অনুষ্ঠিত

গাজীপুরের মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষন কেন্দ্রে বাংলাদেশ স্কাউটসের ৪১৪ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে অনুষ্ঠিত কোর্সের সমাপনি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা অঞ্চলের সম্পাদক মো: মোয়াজ্জেম হোসেন বক্তব্য রাখেন। এ সময় কোর্স লিডার মজিবর রহমান মান্নান এলটি, প্রশিক্ষক সামসুর রহমান এলটি, মো: আবদুস সালাম এএলটি, ফেরদৌসী ইয়াসমিন সিএএলটি সম্পন্নকারী, মীর মোহাম্মদ ফারুক সিএএলটি সম্পন্নকারী, মমিন উল্লাহ সিএএলটি সম্পন্নকারী, রোকসানা বেগম সিএএলটি সম্পন্নকারী, অনিতা চক্রবর্তি সিএএলটি সম্পন্নকারী, হানিফ আহম্মদ সিএএলটি সম্পন্নকারী, কোর্সের কোয়ার্টার মাষ্টার মোখলেসুর রহমান বাবুল উডব্যাজার, শিক্ষার্থী মো: মনিরুজ্জামান ও

আমেনা বেগম বক্তব্য রাখেন।

২৩ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) ৬দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই কোর্সে বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা অঞ্চলের ঢাকা মেট্রো:, গাজীপুর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলার ৩১ জন কাব স্কাউট ইউনিট লিডার ও ১০ জন প্রশিক্ষক যোগদান করেন।

■ প্রতিবেদক: **মীর মোহাম্মদ ফারুক**
গাজীপুর

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেটে অঞ্চলের সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের অষ্টাদশ সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় গোলাপগঞ্জ চৌধুরী বাজারস্থ আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত অষ্টাদশ সাংগঠনিক ওয়ার্কশপের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার।

আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সংগঠন) অধ্যক্ষ মাজেদ আহমদের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক ইসমাইল আলী বাচ্চুর সঞ্চালনায় দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন, আঞ্চলিক স্কাউট প্রতিনিধি ডাঃ সিরাজুল ইসলাম এলটি, আঞ্চলিক উপ-কমিশনারদের মধ্যে আব্দুল আজিজ এলটি, মহিউস্ সুন্নাহ চৌধুরী নার্জিস, ফয়জুল আক্তার চৌধুরী, এমদাদুল হক সিদ্দিকী, গুলজার আহমদ চৌধুরী, শ্যামলী দাস পুরকায়স্থ, মোঃ জাকির হোসেন, সিলেট অঞ্চলের সম্পাদক মহিউল ইসলাম মুমিত, আঞ্চলিক স্কাউট পরিচালক আখতারুজ্জামান এলটি, লিডার ট্রেনার প্রতিনিধি বদরুন নাহার এলটি, রিপন চক্রবর্তী এলটি, সিলেট জেলা স্কাউটের সহকারী কমিশনার হিফজুর রহমান খান, সিলেট জেলা স্কাউট সম্পাদক মোঃ মকব্বির আলী, মেট্রোপলিটন জেলা স্কাউট সম্পাদক মোঃ ওয়াহিদুল হক, সুনামগঞ্জ জেলা স্কাউট সম্পাদক তাহির আলী তালুকদার, মৌলভীবাজার জেলা স্কাউট সম্পাদক ফয়জুর রহমান, সাবেক সম্পাদক আব্দুল ওয়াহিদ সহ বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা স্কাউট কমিশনার, সম্পাদক ও প্রতিনিধিগণ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। সভায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউট গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও ২০১৯-২০২০ সাংগঠনিক বর্ষের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

বাংলাদেশ স্কাউটস সিলেট জেলার সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট জেলার সাংগঠনিক ওয়ার্কশপ সম্পন্ন হয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ শুক্রবার সকাল ১০টায় সিলেট শহরস্থ দি এইডেট হাইস্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট জেলা সভাপতি কাজী এম এমদাদুল ইসলাম। তিনি তার বক্তব্যে মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউট প্রদত্ত কর্মসূচীগুলো সিলেট জেলায় সফলভাবে বাস্তবায়নে উপস্থিত অ্যাডাল্ট লিডারদের প্রতি আহবান জানান। সিলেট জেলা স্কাউট কমিশনার মামুন আহমদের সভাপতিত্বে ও জেলা স্কাউট যুগ্ম সম্পাদক মুসলিমা বেগমের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা স্কাউট সম্পাদক মোঃ মকব্বির আলী। স্কাউট ব্যাক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) মহিউস সুন্নাহ

চৌধুরী নার্জিস, আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) এমদাদুল হক সিদ্দিকী এএলটি, আঞ্চলিক স্কাউট নির্বাহী কমিটির সদস্য ও দি এইডেট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শমশের আলী, জেলা স্কাউটস'র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন জেলা স্কাউটস'র সহকারী কমিশনার হিফজুর রহমান খান, এডভোকেট মোঃ জামাল উদ্দিন, জেসমীন বেগম, জেলা স্কাউট লিডার মোঃ আব্দুল হাই এএলটি, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সম্পাদক মাহফুজ আহমদ চৌধুরী, বিয়ানীবাজার উপজেলা সম্পাদক ললিত মোহন বিশ্বাস, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সম্পাদক মোঃ আমিনুর রহমান, দক্ষিণ সুরমা উপজেলা স্কাউট লিডার আক্তার হোসেন, অগ্রদূত সিলেট জেলা প্রতিনিধি খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন প্রমুখ। এছাড়া একই ভেন্যুতে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট জেলার ব্যাবস্থাপনায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, মাদ্রাসা ও কারগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের এবং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

■ প্রতিবেদক: খন্দকার মোঃ শাহনুর হোসেন
সিলেট জেলা প্রতিনিধি, অগ্রদূত

রাজশাহী অঞ্চলে কাবিং সম্প্রসারণে স্যোসাল মিডিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের পরিচালনা ও এবং বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ২৭-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহীতে কাবিং সম্প্রসারণে সোশ্যাল মিডিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সকাল ১০ টায় ওয়ার্কশপের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় উপ কমিশনার জনাব মোঃ শাফায়াতুল ইসলাম খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার জনাব ড. শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী, আঞ্চলিক সম্পাদক মো: আমিনুল ইসলাম, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং) জনাব সালেহ্ আহম্মদ এল.টি এবং উপ পরিচালক মো: হামজার রহমান শামীম।

৩দিন ব্যাপী কাবিং সম্প্রসারণে সোশ্যাল মিডিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক ওয়ার্কশপে জনসংযোগ ও মার্কেটিং কি? স্কাউটিং এ সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিভাবে জনসংযোগ বৃদ্ধি করা যায় (গ্রুপ ওয়ার্ক), যোগাযোগ কি? যোগযোগ কত প্রকার ও কি কি? মিডিয়া কি? মিডিয়া কত প্রকার ও কি কি? ফেসবুক ও ইউটিউব একাউন্ট খোলা, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে স্কাউটিং এর মার্কেটিং করার কৌশল নিরূপন, অগ্রদূত পত্রিকার সংবাদ প্রকাশের লক্ষে সংবাদ প্রেরণের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি অনলাইন , ইন্টারনেট, ইমেইল, ওয়েভসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্কাউট সংবাদ প্রচার, একটি ইউনিট কিভাবে অভিভাবকদের স্কাউটিংয়ে আকৃষ্ট করতে পারে ? স্কাউটিং এর কি ধরনের গল্প সামাজিক মাধ্যমে প্রচার পেতে পারে ? স্কাউট ব্যান্ডিংয়ের কি ফল

/প্রভাব আমরা প্রচার করতে পারি ? জেলা/ উপজেলা কি ভাবে স্থানীয় সাংবাদিকদের, সংবাদপত্র, রেডিওকে স্কাউটিংয়ের প্রচার কাজে ব্যবহার করতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে সেশন পরিচালিত হয়।

ওয়ার্কশপ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং) জনাব সালেহ্ আহম্মদ এল.টি। ওয়াকশপের রিসোর্স পার্সন ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় উপ কমিশনার জনাব মোঃ শাফায়াতুল ইসলাম খান, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার জনাব ড. শরমিন ফেরদৌস চৌধুরী, বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব রাসেল আহমেদ, মিডিয়া টিমের সদস্য জনাব জিএম ইফতেখার ইফতি এবং জনাব অমিত। প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক জনাব মো: আমিনুল ইসলাম এবং উপ পরিচালক মো: হামজার রহমান শামীম। ওয়ার্কশপে রাজশাহী অঞ্চলের সকল জেলা ও উপজেলা স্কাউটসের সহকারী কমিশনার (জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং) অংশগ্রহণ করেন।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত হল ৫৬৯ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

সিরাজগঞ্জের ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৭-৩১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ৫৬৯ তম. কাব ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স। ৩০ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. বৃহস্পতিবার সন্ধা ৭টায় কোর্সের মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও সহ-সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা জনাব মোঃ ফিরোজ মাহমুদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব মোঃ আনিছুর রহমান ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সিরাজগঞ্জ সদর জনাব এলিজা সুলতানা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটসের সম্পাদক জনাব সরকার ছানোয়ার হোসেন (এল,টি), জেলা স্কাউট লিডার মোঃ খালেকুজ্জামান খান, জেলা কাব লিডার মোঃ আব্দুল মজিদ, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম এবং কোর্সটির কোর্স লিডার ও সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটসের সহ-সভাপতি জনাব মো. আবু তাহের মিয়া (এল,টি)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার ও ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সাজেদুল ইসলাম।

কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অগ্নি প্রজ্জলনের মাধ্যমে প্রধান অতিথি মহাতাঁবু জলসার উদ্বোধন করেন। তিনি বক্তব্যে বলেন নতুন প্রজন্মের স্বাধীনতার চেতনা বোধ, আত্মমর্যাদা বোধ, সুষ্ঠু জীবন গঠনের দায়িত্ব কর্তব্য সব কিছুই তৈরি হতে পারে একমাএ লেখা পড়ার পাশাপাশি স্কাউটিং। শিক্ষার্থীরা স্কাউটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ সেবার দিকে মনোনিবেশ করবে। সুন্দর সমাজ গড়তে হলে শিক্ষার্থীদের স্কাউটিংসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সাথে নিজেকে যুক্ত থাকতে হবে।

সিরাজগঞ্জে স্কাউট দিবস পালিত

নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটসের আয়োজনে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল (বি.পি) এর ১৬৩ তম জন্মবার্ষিকী ও ১১৪ তম বিশ্ব স্কাউট দিবস পালিত হয়েছে।

সকাল ১০ টায় কালেক্টরেট চত্বরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শুরু হওয়া বনার্ঢ্য র‍্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে জেলা স্কাউটস ভবণে শেষ হয়। র‍্যালিটির শুভ উদ্বোধন করেন সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস. সিরাজগঞ্জ জেলা জনাব ড. ফারুক আহাম্মদ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সিরাজগঞ্জ ও সহ-সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা জনাব মো. ফিরোজ মাহমুদ, বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলার সম্পাদক সরকার ছানোয়ার হোসেন (এল.টি) ও বাংলাদেশ স্কাউটসের পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার সহকারী পরিচালক জনাব মো. রাজীব আহম্মেদ, কোষাধ্যক্ষ মো. লোকমান হোসেন, জেলা স্কাউট লিডার মো. খালেকুজ্জামান

খান, (এ এল, টি,), জেলা কাব লিডার মো. আব্দুল মজিদ মিয়া ও বাংলাদেশ স্কাউটস. সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কমিশনার মো. সাজেদুল ইসলাম, সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম (এ.এলটি) প্রমূখ। র‍্যালিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০০জন কাব স্কাউট ও স্কাউট অংশগ্রহণ করে।

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে ?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে- মেয়েদের অবসর গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

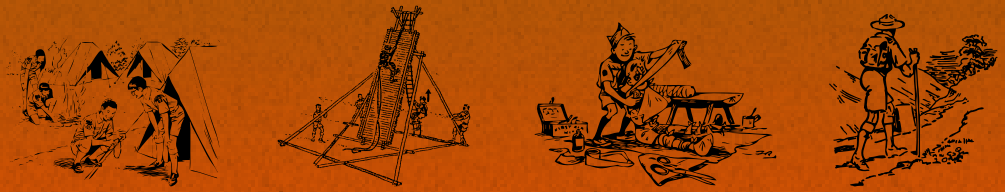

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 64, Issue 02, February 2020

ISO 9001 : 2000 CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১ঃ০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md Abdul Haque, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban
60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578